ইউনিট
১৩

জনমত ও নির্বাচন

ভূমিকা

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। জনগণের ইচ্ছাতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান হল জনসম্মতি। জনমতের উপর ভিত্তি করেই সরকার গঠন, শাসন পরিচালনা, ক্ষমতায় আরোহণ, অপসারণ এমনকি নতুন সরকারও গঠিত হয়ে থাকে। তাই জনমত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য জনমতের সংজ্ঞা, বাহনসমূহ, গুরুত্ব, নির্বাচন ও এর প্রকারভেদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সার্বজনীন ভোটাধিকার ও নির্বাচকমণ্ডলী সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি ও প্রয়োজনীয়।

বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : জনমতের সংজ্ঞা ও বাহন।
পাঠ-২ : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব।
পাঠ-৩ : নির্বাচন ও এর প্রকারভেদ।
পাঠ-৪ : নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা।
পাঠ-৫ : সার্বজনীন ভোটাধিকার ও নির্বাচকমণ্ডলী।

পাঠ-১ : জনমতের সংজ্ঞা ও বাহন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- জনমত কী তা বলতে পারবেন ।
- বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর প্রদত্ত জনমতের প্রামাণ্য সংজ্ঞা দিতে পারবেন ।
- জনমতের বাহনসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ।

জনমতের সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে কোন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতকে 'জনমত' বলা হয় । এ অর্থে যে কোন বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের সমষ্টিকে জনমত বলা যেতে পারে । কিন্তু পৌরনীতিতে জনমতকে বিশেষ অর্থে আলোচনা করা হয় । সকল মতামতই জনমত নয় । কেবলমাত্র সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, নাগরিক জীবন, সরকার পরিচালনা, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে প্রভাবশালী, যুক্তিযুক্ত, সুস্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, সহজবোধ্য এবং কল্যাণকামী মতামতকে জনমত বলা হয় । 'জনমত' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ফরাসি দার্শনিক রুশোর লেখনীতে । গণতন্ত্রের বিকাশের সাথে জনমতের ধারণা ও বিকাশ লাভ করে ।

লর্ড ব্রাইস বলেন, "জনমত হল সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংশিষ্ট বিষয়ে জনগণের অভিমতের সমষ্টি ।"

জিনস্ বার্গ বলেন, "জনমত হল সমাজের বিভিন্ন মতের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল ।"

ই.এম. সেইট বলেন, "জনমত বলতে আমরা এই বুঝি যে, এটি হল জনসমষ্টির মত, জনগণেরই মত ।"

এল.ডবিউ. ডুব বলেন, "একই সামাজিক সংগঠনের সভ্য হিসেবে জনগণের মতামতই জনমত ।"

কিম্বল ইয়াং বলেন, "একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনগণ যে মতামত পোষণ করে, তাই জনমত ।"

লোয়েল বলেন, "জনমত বলে অভিহিত হওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিমত হওয়াই যথেষ্ট নয়, আবার সকলের ঐকমত্যেরও প্রয়োজন নেই ।"

জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন, "কোন সুনির্দিষ্ট জাতীয় সমস্যার উপর জনগণের সংগঠিত অভিমতের নাম জনমত ।"

অস্টিন রেনি বলেন, "জনমত হল সে সকল মতের সমষ্টি যার প্রতি সরকারি কর্মচারীবৃন্দ বা আমলারা খানিকটা সজাগ এবং সরকারি কার্যাবলি নির্ধারণের সময় তারা এর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে এটি স্পষ্ট যে, জনমত হচ্ছে কল্যাণকামী, বলিষ্ঠ, যুক্তিভিত্তিক, সুস্পষ্ট মতামত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম ।

জনমতের বাহন

আধুনিক গণতন্ত্র হল প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র । প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ হল জনমত । সুষ্ঠু ও সচেতন জনমতের ওপর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে । জনমত গঠনের বাহনগুলো নিম্নরূপ–

১. **সংবাদপত্র :** সংবাদপত্র জনমত গঠনের অন্যতম বাহন । সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে জনগণ স্থানীয়, দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক যাবতীয় তথ্য ও সংবাদ জানতে পারে । সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ, দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে । সংবাদপত্রের গঠনমূলক সমালোচনার ভয়ে সরকার সংযত থাকে । এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, সংবাদ মাধ্যম যেভাবে বলে, জনমত সেভাবে গড়ে ওঠে । তবে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন সুষ্ঠু জনমত

গঠনে সহায়ক নয়। অধ্যাপক লাস্কি তাই বলেন, "রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সৎ ও অবিকৃত সংবাদ পরিবেশন একান্ত প্রয়োজন।"

২. **পুস্তক-পুস্তিকা ও অন্যান্য প্রচারপত্র :** সংবাদপত্র ছাড়াও পুস্তক-পুস্তিকা, সাময়িকপত্র এবং প্রচারপত্র জনমত গঠনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো পত্র-পত্রিকা প্রচারপত্র ও প্রাচীর পত্রের মাধ্যমে জনমত সংগঠনে সচেষ্ট থাকে। তবে শিক্ষিত ও বিত্তবানদের জনমত গঠনে পুস্তক-পুস্তিকার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **চলচ্চিত্র এবং রেডিও টেলিভিশন :** চলচ্চিত্র ও রেডিও-টেলিভিশন জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজকের বিশ্বে চলচ্চিত্র, রেডিও-টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ই-মেইলসহ ইনফরমেশন সুপারহাইওয়ে দেশ বিদেশের সর্বশেষ খবরাখবর, সংবাদ পরিক্রমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, টকশো, বিতর্ক সভা, প্রশ্নোত্তর সেশন ইত্যাদির মাধ্যমে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

৪. **সভা সমিতি :** জনমত গঠনে সভা সমিতির গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন, বিশেষজ্ঞ এবং বুদ্ধিজীবীগণ সভা-সমিতির মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচার করে। এর ফলে জনগণ বিভিন্ন দল ও মতের তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে সঠিক মতামত তৈরি করতে সমর্থ হয়।

৫. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ :** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জনমত গঠনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দেশের যুবসমাজ যে শিক্ষা ও আদর্শ লাভ করে পরবর্তীকালে তা তাদের চিন্তা ও মতামত প্রকাশে প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সমাজ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যার পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সভা, শোভাযাত্রা, পোস্টার ও আলোচনার মাধ্যমে যে মতামত ব্যক্ত করে তা জনমত গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৬. **পরিবার :** ব্যক্তির, নাগরিকের রাজনৈতিক সামাজিকিকরণের সূতিকাগার হল পরিবার। শৃঙ্খলা, নিয়ম-নীতি, নির্দেশনা, আনুগত্য, মতপ্রকাশ, শিষ্ঠাচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, চিন্তা ও আদর্শ- এ সবই শিশুকাল থেকে শুরু করে সারাজীবন ধরে শেখে এবং অর্জন করে নিজ পরিবার থেকে। রাষ্ট্রে জনমত গঠনে পরিবার তাই প্রাথমিক ও স্থায়ী বাহন।

৭. **ধর্ম প্রতিষ্ঠান ও সেবা সংঘ :** মানুষের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন– মসজিদ, গির্জা, মন্দির এবং সেবাভিত্তিক সংঘ যেমন– ট্রেড ইউনিয়ন, সমিতি, চেম্বার জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৮. **রাজনৈতিক দল :** আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল জনমত গঠনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন। ক্ষমতাসীন ও বিরোধী উভয় দলই জাতি গঠন সংক্রান্ত কর্মসূচি ও কর্মপন্থা জনগণের নিকট উপস্থাপন করে সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। নেতৃবৃন্দ নিজদলের কর্মসূচিকে উত্তম এবং অন্য দলের সমালোচনা করে। জনগণ প্রত্যেক দলের বক্তব্য ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে জাতীয় বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত স্থির করতে পারে।

৯. **নির্বাচন :** জনমত গঠনের অন্যতম বাহন নির্বাচন। নির্বাচনকালীন সময়ে রাজনৈতিক দল, উপদল, দলীয় কর্মসূচি ও প্রার্থী নিয়ে প্রচারাভিযানে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। হাটে-মাঠে, ট্রেনে-লঞ্চে, স্টিমার-জাহাজে পথসভা জনসভায় আলোচনা-সমালোচনার, তথ্য প্রদান, যাচাই-বাছাই ইত্যাদির এক ব্যাপক সাড়া জাগে। ফলে জনগণ সচেতন হয় এবং জনমত সংগঠিত হয়, ভাল-মন্দ বাছাই করে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয় নাগরিক সমাজ। নির্বাচনের ফলাফল তাই জনমতেরই ফসল।

১০. **আইনসভা :** বর্তমান বিশ্বে জনমত গঠনের একটি প্রধান মাধ্যম হল আইনসভা। আইনসভায় প্রতিনিধিদের বক্তব্য, তথ্য উপস্থাপন, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি সংবাদপত্র, পুস্তিকা, বুলেটিনে প্রকাশিত

হয়। এছাড়াও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমেও তা জনসম্মুখে চলে আসে। এ সব থেকে জনমত চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পায় এবং জনমত নানাভাবে প্রভাবিত হয়।

সারসংক্ষেপ

জনমতই রাষ্ট্রের নিয়ামক। রাষ্ট্রের ভিত্তি হল জনসম্মতি। সরকার ক্ষমতায় থাকা, শাসন পরিচালনা, ক্ষমতা থেকে অপসারণ এবং নির্বাচনে জনমতই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। জনমতের বাহনসমূহের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং এর ক্রিয়াশীলতার ধরনই এক্ষেত্রে সর্বাধিক বিবেচ্য বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'জনমত' শব্দটি কার লেখনীতে প্রথম ব্যবহৃত হয়?

(ক) লর্ড ব্রাইস (খ) জ্যাঁ জ্যাক রুশো

(গ) ই. এম গেইট (ঘ) কিম্বল ইয়াং

২। 'কোন সুনির্দিষ্ট জাতীয় সমস্যার ব্যাপারে জনগণের সংগঠিত অভিমতের নাম জনমত।' সংজ্ঞাটি কার?

(ক) অষ্টিন রিনে (খ) লাসওয়েল

(গ) জন স্টুয়ার্ট মিল (ঘ) লর্ড ব্রাইস

৩। জনমত গঠনের সুতিকাগার হল–

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (খ) আইনসভা

(গ) পরিবার (ঘ) নির্বাচন

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। জনমতের সংজ্ঞা দিন।

২। জনমতের বাহনসমূহ কিভাবে কাজ করে?

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (গ), ৩। (গ)

পাঠ-২ : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমতের উপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্র ও জনমত প্রায় সমার্থক শব্দ। গণতন্ত্র হচ্ছে 'জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন।' জনসম্মতির ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তাই সরকারের উত্থান, পতন, সাফল্য বহুলাংশে জনমতের উপর নির্ভরশীল। জনগণের স্বাধীনতা, অধিকার ও স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে কাজ করে জনমত। জনমতকে অগ্রাহ্য করে কোন শাসক দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। গণতন্ত্রে সদা জাগ্রত জনমত সরকারের স্বেচ্ছাচার রোধ করে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

আধুনিক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা মূলত জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়। জনমতের চাপে সরকার রক্ষণশীল মনোভাব পরিত্যাগ করে। সরকার যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জনমত যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সরকারের অনুকূলে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সরকার দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে যে কোন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নও পরিবর্তনে জনমতের প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং জনমত হচ্ছে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি বা প্রাণ।

সারসংক্ষেপ

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা জনমতের উপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্র ও জনমত প্রায় সমার্থক শব্দ। জনসম্মতির ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সদাজাগ্রত জনমত সরকারের স্বেচ্ছাচার রোধ করে এবং গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে। জনমত জনগণের স্বাধীনতা, অধিকার ও স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে কাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি বা প্রাণ–
(ক) সরকার (খ) গণতন্ত্র
(গ) জনমত (ঘ) জনগণ

২। জনমত সরকারের স্বেচ্ছাচার রোধ করে বজায় রাখে-
(ক) গণতন্ত্রের স্বরূপ (খ) সরকারের সাফল্য
(গ) আইনের স্বরূপ (ঘ) শাসন ব্যবস্থার সাফল্য

৩। আধুনিক গণতন্ত্রের সরকারের সাফল্য, ব্যর্থতা ও উত্থান ইত্যাদি বহুলাংশে নির্ভরশীল-
(ক) রাজনীতির উপর (খ) জনমতের উপর
(গ) স্থায়ীত্বের উপর (ঘ) শাসন ব্যবস্থার উপর

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (ক), ৩। (খ)

পাঠ-৩ : নির্বাচন ও এর প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- নির্বাচন কি এবং নির্বাচনের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
- নির্বাচনের প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভোটাধিকার ভিত্তির উপর নির্ভর করে যে নির্বাচনের ধরন পরিবর্তন আসে তা লিখতে পারবেন।

নির্বাচন ও নির্বাচনের গুরুত্ব

নির্বাচন হল জনগণ কর্তৃক প্রতিনিধি বাছাইয়ের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার গঠন, স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে শাসনকার্যে পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি বাছাই, প্রতিনিধি নির্ধারণের সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে নির্বাচন বলা হয়। নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে– প্রতিনিধিদের ধরন, নির্বাচনী এলাকা, নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী তফসিল, নির্বাচন প্রক্রিয়া, নির্বাচনী প্রচার ও অংশগ্রহণ, ভোট ও ভোটাধিকার, নির্বাচন কেন্দ্র, ব্যালট পেপার, নির্বাচনী ফলাফল, প্রতিনিধিত্ব সুনির্দিষ্টকরণ ইত্যাদি।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকার গঠনের জন্য বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধি বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত প্রকাশ পায় এবং সরকার জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী শাসন সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক দলের বিলোপ ঘটাতে নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। নির্বাচনের কর্মতৎপরতায় বিভিন্ন দলের মধ্যে সমঝোতার সৃষ্টি হয় এবং সচেতন রাজনীতির বিকাশ ঘটে। নির্বাচন, সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগসাধনের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। সর্বোপরি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটে, রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিক কৃষ্টি অর্জিত হয়।

নির্বাচনের প্রকারভেদ

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দু'ধরনের নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়; যথা-

(ক) প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও (খ) পরোক্ষ নির্বাচন।

(ক) প্রত্যক্ষ নির্বাচন : যেখানে নির্বাচকমণ্ডলী বা ভোটদাতাগণ সরাসরি ভোট দানের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে সেই নির্বাচনকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলে। প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় সাধারণ ভোটার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভিতর আর কোন মধ্যবর্তী ভোটার বা 'ইলেকটোরাল কলেজ' থাকে না। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের আয়তন বিশাল এবং জনসংখ্যা অধিক হওয়ায় জনসাধারণ এখন আর প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

(খ) পরোক্ষ নির্বাচন : আধুনিক যুগে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ পরোক্ষভাবে ভোট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাকে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা বলে। পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর শাসনকার্যের সফলতা ও উৎকৃষ্টতা নির্ভর করে। পরোক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী প্রতিনিধি ভোটার থাকে; যেখানে সরাসরি মূল প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে না। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যগণ প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। কিন্তু জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যগণ এবং রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানীয় নির্বাচনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পরোক্ষ নির্বাচনে মধ্যবর্তী ইলেকটোরাল কলেজের দ্বারা নির্বাচিত হন।

ভোটাধিকারের ভিত্তির উপর নির্ভর করে নির্বাচনের ধরনের পরিবর্তন

ভোটাধিকারের ভিত্তির বিভিন্নতার উপর নির্বাচনের ধরন অনেক ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। নির্বাচন, সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হতে পারে আবার সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতেও হতে পারে। নারীর ভোটাধিকার, সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার ইত্যাদিও দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন দেশের নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে, বর্তমানেও তা কোথাও কোথাও বহাল রয়েছে। যেমন- বেলজিয়াম এবং মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন দেশে এখনও নারীর ভোটাধিকারও কোন পদে নির্বাচিত হবার সুযোগ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে, সুইজারল্যাণ্ড ১৯৭০ সালে বহু আন্দোলন সংগ্রামের পর নারীর ভোটাধিকার স্বীকার করে নেয়।

ভোটদান পদ্ধতির উপরও নির্বাচনের প্রকৃতি নির্ভরশীল। ভোট প্রকাশ্য হতে পারে আবার গোপন ব্যালটেও হতে পারে। প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতির বিভিন্নতার উপরও নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। এক ভোট ও এক সদস্য এলাকা ভিত্তিতে ভোটদান পদ্ধতি, সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব, সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব (পৃথক নির্বাচন), আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, পেশাগত প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি বিভিন্নতা নির্বাচনের প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

সারসংক্ষেপ

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থার সর্ব পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব, সরকার গঠন এবং জনমত নির্ধারণের সর্বস্বীকৃত উপায় হচ্ছে নির্বাচন। নির্বাচন হচ্ছে প্রতিনিধি বাছাইয়ের একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। বিভিন্নভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পদ্ধতি রয়েছে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের ধরন, নির্বাচনী এলাকা, নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী তফশিল, প্রচার ও অংশগ্রহণ, ভোটাধিকার কেন্দ্র, ব্যালট পেপার, ফলাফল গণনা ও ঘোষণা, প্রতিনিধিত্ব সুনির্দিষ্ট করা এবং ফলাফল মেনে নেয়ার মত সহনশীলতার সংস্কৃতি ইত্যাদি বিবেচনার বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নির্বাচন হচ্ছে প্রতিনিধি বাছাইয়ের–
   (ক) সরকারি প্রক্রিয়া (খ) সাংবিধানিক প্রক্রিয়া
   (গ) দলীয় প্রক্রিয়া (ঘ) স্বেচ্ছাধীন প্রক্রিয়া

২। নির্বাচনের দুটি পদ্ধতি হচ্ছে-
   (ক) খোলা ও গোপন পদ্ধতি (খ) সরকারি ও বেসরকারি পদ্ধতি
   (গ) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতি (ঘ) জাতীয় ও আঞ্চলিক পদ্ধতি

৩। আধুনিক বিশ্বে বহুল প্রচলিত নির্বাচনের ধরন হচ্ছে-
   (ক) পেশাভিত্তিক ভোটাধিকার (খ) সর্বজনীন ভোটাধিকার
   (গ) সমানুপাতিক ভোটাধিকার (ঘ) পরোক্ষ ভোটাধিকার

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। নির্বাচন বলতে কি বোঝেন?

২। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন কাকে বলে?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। নির্বাচনের সংজ্ঞা দিন। এর প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

২। ভোটাধিকারের বিভিন্ন ভিত্তি আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (গ), ৩। (খ)

পাঠ-৪ : নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- নির্বাচনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।
- নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।

নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

আধুনিক বিশ্বে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কেননা বর্তমানকালে নির্বাচনের অর্থই হল রাজনৈতিক দলের নির্বাচন। অর্থাৎ সকল স্তরের নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের প্রস্তুতি, প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনী কর্মসূচি প্রণয়ন, নির্বাচনী প্রচার ও ভোট সংগ্রহ সবই রাজনৈতিক দলের ও দলীয় কর্মীদের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। মূলত রাজনৈতিক দল ছাড়া প্রতিনিধিত্বশীল সরকার চলতে পারে না। প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠিত হয় নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় জনগণের ভোটের মাধ্যমে। আর নির্বাচন ও সরকার গঠনের মধ্যে সত্যিকার সেতুবন্ধন করে রাজনৈতিক দল। নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিম্নরূপ-

ক. **নির্বাচন প্রস্তুতি :** রাজনৈতিক দল সাধারণ নির্বাচনে যাবার জন্য নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার ব্যবস্থাগ্রহণ করে। নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় সেজন্য নির্বাচনী নীতিমালা ঘোষণা করে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দল সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে জনগণের সম্মুখে দলীয় আদর্শ, নীতিমালা, কর্মসূচি ও কর্মপন্থার সমন্বয়ে একটি নির্বাচনী মেনিফেস্টো বা ইশতেহার উপস্থাপন করে। দলীয় ইশতেহার বহুল প্রচারের মাধ্যমে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

খ. **প্রার্থী মনোনয়ন :** নির্বাচনের জয়-পরাজয়কে সামনে রেখে রাজনৈতিক দল উপযুক্ত ও যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে মনোনয়ন দান করে।

গ. **কর্মসূচি প্রণয়ন ও নির্বাচনী প্রচার :** রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের নিজ নিজ দলের কর্মসূচি তৈরি করে নির্বাচক মণ্ডলীর নিকট উপস্থাপন করে, দেশের প্রধান প্রধান সমস্যাকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী কর্মসূচি তৈরি করা হয়। রাজনৈতিক দলের কর্মীগণ সভা, শোভাযাত্রা, পোস্টার, লিফলেট এবং অন্যান্য গণমাধ্যমে তাদের কর্মসূচি প্রচার করে।

ঘ. **ভোট সংগ্রহ :** রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা দখল করা। সে লক্ষে দল তার প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য ভোট সংগ্রহের ব্যবস্থাগ্রহণ করে। ব্যাপক প্রচার এবং সভা-সমাবেশের মাধ্যমে প্রার্থীদের পক্ষে ভোট সংগ্রহের জন্য অভিযান চালানো হয়। এভাবে রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে।

লাসওয়েল তাই বলেন, "রাজনৈতিক দল নির্বাচনে ধারণারাজির প্রবর্তক হিসেবে কাজ করে।" নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দল জনশিক্ষার এক শ্রেষ্ঠ সংস্থা। রাজনৈতিক দল জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে এবং বিভিন্ন স্বার্থের সংরক্ষণ করে। জাতীয় সংহতি এবং একাত্মতা গঠনে সাহায্য করে।

সারসংক্ষেপ

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার সরকার গঠিত হয় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জনগণের ভোটের মাধ্যমে। নির্বাচন ও রাজনৈতিক দল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই রাজনৈতিক দল নির্বাচন ও সরকার গঠনের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক লিখুন।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

২। নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা করুন।

পাঠ-৫ : সার্বজনীন ভোটাধিকার ও নির্বাচকমণ্ডলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনে নির্বাচনের গুরুত্ব বলতে পারবেন।
- নির্বাচক মণ্ডলী কীভাবে সরকারের চতুর্থ অঙ্গে রূপ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সার্বজনীন ভোটাধিকার ও নির্বাচকমণ্ডলী

ভোটাধিকার মানুষের রাজনৈতিক অধিকার। সর্বজনীন ভোটাধিকারের অর্থ প্রাপ্তবয়স্ক সকলের ভোট দেয়া ও ভোট পাওয়ার অধিকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে, প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিককে যখন ভোটাধিকার প্রদান করা হয় তখন তাকে সার্বজনীন ভোটাধিকার বলে। বর্তমানে প্রায় সকল রাষ্ট্রেই সার্বজনীন ভোটাধিকারকে নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রকর্তৃক যে সমস্ত নাগরিকদেরকে নির্বাচনে ভোট দেয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয় তাদেরকে ভোটার বা নির্বাচক বলে। সরকার গঠনের জন্য রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন মোতাবেক যারা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা লাভ করে তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হচ্ছে নির্বাচন ও নির্বাচকমণ্ডলী।

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থার শর্ত হচ্ছে নির্বাচন। আর নির্বাচনের সাফল্যের মূলে নির্বাচকমণ্ডলী। রাষ্ট্রে জনগণের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচক তৈরি, ভোটদান ও রায় প্রদানের মাধ্যমে। এজন্য নির্বাচকমণ্ডলীর আস্থা-অনাস্থার উপর প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের টিকে থাকা না থাকা সর্বাংশে নির্ভরশীল। জনগণের ক্ষমতার প্রয়োগ নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটদানের ভিতর দিয়েই হয়ে থাকে। অবশ্য সমর্থন প্রত্যাহার, গণভোট, গণউদ্যোগের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলী নীতি-নির্ধারণ, আইন-প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন এবং প্রতিনিধি ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে পারে।

নির্বাচকমণ্ডলী ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকে। এদের দ্বারা নির্বাচিত যোগ্য ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সরকার গঠন ও সরকার পরিচালিত হয়। নির্বাচকমণ্ডলী আইন ও সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন করে থাকে।" নির্বাচকমণ্ডলী সুষ্ঠু জনমত গঠনে সাহায্য করে, এতে সরকারি নীতিমালা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যেমন– গণভোট, গণউদ্যোগ, পদচ্যুতির মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করে থাকে।

এছাড়া সংবাদপত্র ব্যবহার করে, বেতার-টিভিকে কাজে লাগিয়ে, জনসভা-শোভাযাত্রা করে, বিতর্ক গড়ে তোলে, স্বাক্ষরতা অভিযান চালিয়ে, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, আইন বহির্ভূত নিয়ন্ত্রণও সরকারের উপর আরোপ করতে পারে নির্বাচকমণ্ডলী। নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক গেটেল তাই যথার্থই বলেন, "নির্বাচকমণ্ডলী হল সরকারের একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী বিভাগ।" এজন্যেই নির্বাচকমণ্ডলী আধুনিক বিশ্বে সরকারের চতুর্থ অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্র শাসনের মূল ভিত্তি হল নির্বাচন ও সার্বজনীন ভোটাধিকার। নির্বাচকমণ্ডলীই প্রতিনিধিত্ব বাছাইকরণ এবং সরকার গঠনে নিয়ামক ভূমিকা পালনকারী। সচেতনভাবে ব্যালটের প্রয়োগ ও গণরায় জানিয়ে দিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী দেশে দেশে সরকারের চতুর্থ অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জনগণের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে

(ক) বিপ্লবের মাধ্যমে (খ) নির্বাচনের মাধ্যমে

(গ) জনমতের মাধ্যমে (ঘ) সংগ্রামের মাধ্যমে

২। প্রত্যাহার, গণভোট, গণউদ্যোগের কাজ কি?

(ক) প্রতিনিধি ও সরকার নিয়ন্ত্রণ করা (খ) প্রতিবাদ জানানো

(গ) বিদ্রোহ ঘোষণা (ঘ) সম্মিলিত রায় ঘোষণা

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। নির্বাচকমণ্ডলী কাকে বলে?

২। সার্বজনীন ভোটাধিকার কী?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। সার্বজনীন ভোটাধিকারের প্রেক্ষাপটে নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব ও ভূমিকার বর্ণনা দিন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (ক)